www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

এক সাহাবী মা'র জন্য বাগান সদকা করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা সাদ বিন উবাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর আম্মাজান ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দরবারে হাজির হয়ে আরয করলেন: **হে আল্লাহর রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার অনুপস্থিতিতে আম্মাজানের ইন্তিকাল হয়ে যায়। আমি যদি তার পক্ষ থেকে কিছু সদ্‌কা করি তবে কি তার কাছে এটার কোন উপকার পৌছবে? ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। আরজ করলেন: তবে আমি **আপনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সাক্ষী রেখে বলছি; আমার বাগান তার পক্ষ থেকে সদ্‌কা করলাম।

(বুখারী শরীফ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪১, হাদিস নং-২৭৬২)

জানা গেল, খাবার খাওয়ানো এবং বাগান তথা সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমেও ইছালে সাওয়াব করা জায়িয, আর কুন্ডা শরীফও আর্থিক ইছালে সাওয়াবের অন্তর্ভূক্ত। আমার আকা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: মৃত মুসলমানদের নামে খাবার তৈরী করে ইছালে সাওয়াবের নিয়্যতে দান করা বৈধ ও পছন্দনীয় কাজ। আর এতে ফাতিহার মাধ্যমে ইছালে সাওয়াব করা খুবই পছন্দনীয় এবং উভয়টির সমন্বয় হওয়া আরো বেশী মঙ্গলজনক। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৯৫)। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এটা অধিক উত্তম হল, যে কোন ভাল কাজ করে, এটার সাওয়াব পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী জীবিত ও মৃতদের (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিউল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত) সকল মুমিন নর-নারীদের উদ্দেশ্যে হদিয়া প্রেরণ করা (অর্থাৎ সাওয়াব প্রেরণ করা)। যার সাওয়াব সবার নিকট পৌছবে এবং যে ইছালে সাওয়াব করেছে, সে তাদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬১৭)। ইছালে সাওয়াব যেন ভাল নিয়্যতে করা হয়, তাতে যেন মানুষকে দেখানো উদ্দেশ্য না হয়। যেন এটির পারিশ্রমিক ও বিনিময় নেয়া না হয়। অন্যথায় সাওয়াব মিলবে না, ইছালে সাওয়াবও হবেনা। যখন সাওয়াব মিলবে না তখন তা পৌছবে কিভাবে! (বাহারে শরীয়াত থেকে সংকলিত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১২০, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬৪৩)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

যদি ২২ রজব ওফাতের দিন না হয় তবে?

কুমন্ত্রণা: শুনেছি ২২ রজব সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওফাতের দিন নয়। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ১৫ই রজব দুনিয়া থেকে ওফাত লাভ করেছেন। (শাওয়াহেদুন্ নবুওয়ত, পৃষ্ঠা-২৪৫)

কুমন্ত্রণার জবাব: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদেক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওফাতের তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ২২ রজব তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওফাতের দিন না হলেও মুসলমানদের মধ্যে এই দিনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুন্ডা শরীফ প্রচলিত আছে। আর বছরের যেকোন সময়ে ইছালে সাওয়াব করা বৈধ। কুন্ডা শরীফকে না জায়িয বলা শরীয়াতের উপর অপবাদ দেওয়ার মত। কুন্ডা শরীফকে না জায়িয বলে আখ্যায়িতকারী ব্যক্তি ৭ম পারার সুরা মায়িদার ৮৭ নং আয়াতে বর্ণিত **আল্লাহ তাআলার** নির্দেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। যেমন- ইরশাদ হচ্ছে:

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা সেসব পবিত্র বস্তুকে হারাম করোনা। যে গুলোকে **আল্লাহ** তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, আর সীমা অতিক্রম করোনা। নিশ্চয় **আল্লাহ** সীমাতিক্রম কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا
تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ
لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۸۷﴾

দিন নির্ধারণ করা

কুমন্ত্রণা: মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান, চল্লিশ দিনের অনুষ্ঠান, গেয়ারভী শরীফ, বারভী শরীফ এবং কুন্ডা ইত্যাদির নামে ইছালে সাওয়াবের দিন কেন নির্ধারণ করা হয়েছে?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

কুমন্ত্রণার জবাব: ইছালে সাওয়াবের জন্য কোন মুহূর্ত ও সময় নির্ধারণ করাতে শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন অসুবিধা নেই। সময় নির্দিষ্ট করা দু'রকমের; (১) শরয়ীভাবে: শরীয়াত কোন কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন:- কুরবানী, হজ্জ ইত্যাদি। (২) প্রচলিতভাবে: শরীয়াতের পক্ষ থেকে সময় নির্দিষ্ট নেই, কিন্তু লোকেরা নিজের এবং অন্যান্যদের সুবিধা, স্মরণ করিয়ে দেয়া বা কোন যুক্তি সংগত কারণে কোন সময় নির্দিষ্ট করে নিল। যেমন: আজকাল মসজিদে নামায সমূহের জামাআতের জন্য সময় নির্ধারণ করা ইত্যাদি। যদিও পূর্বে জামাআতের জন্য সময় নির্দিষ্ট ছিলনা, যখন নামাযীরা একত্রিত হত, জামাআত নামাযের জন্য দাড়িয়ে যেত। বরং কিছু কাজের জন্য স্বয়ং আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সময় নির্ধারণ করেছেন। এমনকি সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযূর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ السَّلَام থেকে এরকম সময় নির্ধারণ করা প্রমাণ রয়েছে। যেমন-

(১) **হুযুর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উহুদ যুদ্ধের শহীদদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কবর যিয়ারতের জন্য বছরের শেষ সময়কে নির্দিষ্ট করেছিলেন।

(দূররে মনছুর, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৬৪০)

(২) **ছরকারে মদীনা, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **মসজিদে কুবাতে** শনিবারে তাশরীফ নিতেন। (মুসলিম শরীফ, পৃষ্ঠা-৭২৪, হাদিস নং-১৩৯৯)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ধর্মীয় পরামর্শের জন্য সকাল ও সন্ধ্যার সময় নির্ধারণ করেন।

(বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭৬)

(৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ওয়াজ ও আলোচনার জন্য বৃহস্পতিবারকে নির্ধারণ করেন।

(বুখারী শরীফ, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৪২, হাদিস নং-৭০)

(৫) আর আলেমগণ পাঠ শুরু করার জন্য বুধবারকে নির্ধারণ করেছেন। (তালিমুল মুতাআল্লিম, পৃষ্ঠা-৭২)

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৮৫-৫৮৬)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্‌শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

আত্তারের চিঠি

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ সগে মদীনা মুহাম্মাদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী, রযবী عُفِیَ عَنۡہُ এর পক্ষ থেকে **সকল ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন, মাদরাসাতুল মদীনা সমূহ ও জামিআতুল মদীনা সমূহের শিক্ষকমন্ডলী, শিক্ষার্থী, শিক্ষিকাবৃন্দ ও শিক্ষার্থীনীদের** সমীপে কাবা শরীফের আশ পাশ ঘুরে আসা মদীনা শরীফের সবুজ গম্বুজকে চুমে আসা **রজবুল মুরাজ্জব, শাবানুল মুআয্যম ও রমযানুল মোবারকের** রোজাদারদের বরকতে পরিপূর্ণ খুশীতে আন্দোলিত হওয়া সালাম।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَا تُهُ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنْ عَلٰى كُلِّ حَال

হো না হো আজ কুছ মেরা যিকর হুযুর মে হোয়া,
ওয়ারনা মেরি তরফ খোশি দেখকে মুসকোরায়ে কিউ। (হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আরেকবার পুনরায় আনন্দের দিন আসছে, **রজবুল মুনাজ্জব** মাস আগমনের পথে। এ মোবারক মাসে ইবাদাতের বীজ বপন করা হয়, **শাবানুল মুআয্যমে** অনুশোচনার অশ্রু দ্বারা পানি সেচ দেয়া হয়, আর রমযানুল মোবারকে রহমতের ফসল কাটা হয়।

রজবের প্রথম তিনটি রোযার ফযীলত

রজবুল মুরাজ্জবকে সম্মানকারীগণ শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণে এবং হালাল রোজগার যদি প্রতিবন্ধক না হয়, আর মা বাবাও যদি বারণ না করেন, তবে খুব শীঘ্রই ও খুব তাড়াতাড়ি ধারাবাহিকভাবে তিন মাস অথবা যারা যতটুকু সম্ভব হয় যেন ততটুকু রোযা রাখার জন্য কোমর বেধেঁ প্রস্তুত হন। সেহরী ও ইফতারে কম আহার করে **পেটের কুফলে মদীনা** লাগিয়ে নিন।

হায় যদি এমন হত! প্রতিটি ঘরে আর বিশেষ করে আমার সকল মাদরাসাতুল মদীনা ও সকল জামিআতুল মদীনায় যদি রোযার বাহার এসে যেত। সুতরাং প্রথম রজব শরীফ থেকেই রোযা রাখার সূচনা করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

রজবের প্রথম তিনটি রোযার ফযীলতের কথা কি বলব! হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত রয়েছে: **মদীনার তাজদার, নবীদের ছরদার, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"রজবের প্রথম দিনের রোযা তিন বছরের কাফ্ফারা, আর দ্বিতীয় দিনের রোযা দুই বছরের এবং তৃতীয় দিনের রোযা এক বছরের কাফ্ফারা; অতঃপর প্রতি দিনের রোযা এক মাসের কাফ্ফারা স্বরূপ।"**

(আল জামিউস সগীর, পৃষ্ঠা-৩১১, হাদিস নং-৫০৫১। দালায়িলে শাহরে রজব, লিল হাল্লাল, পৃষ্ঠা-৭)

মে গুনাহ্গার গুনাহো কে সিওয়া কিয়া লাতা,
নেকিয়া হোতি হ্যায় ছরকার নেকোকার কে পাস।

নফল রোযা সমূহের কি যে মহান মর্যাদা রয়েছে, এ প্রসঙ্গে দুইটি হাদিস শরীফ দেখুন:

(১) ফিরিশতাগণ মাগফিরাতের দোআ করেন

হযরত সায়্যিদুনা উম্মে আম্মারা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন: **হুযুরে আনওয়ার, রাসুলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন, তখন আমি **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সামনে খাবার পেশ করলাম, তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমিও খাও।" আমি আরয করলাম: আমি রোযা রেখেছি। তখন **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যতক্ষণ রোযাদারের সামনে কিছু খাওয়া হয়, ততক্ষণ ফিরিশতারা ঐ রোযাদারের মাগফিরাতের জন্য দোআ করতে থাকে।"

(আল ইহসান বতরতীবে ইবনে হাব্বান, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮১, হাদিস নং-৩৪২১)

(২) রোযাদারের হাড়গুলো কখন তাসবীহ্ পড়ে!

একদা হযরত সায়্যিদুনা বিলাল হাবশী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, সে সময় **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নাস্তা করছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "হে বিলাল! নাস্তা করো।" হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি রোযাদার। তখন **উম্মতের সুপারিশ কারী, রহমতের নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি নিজের রুযী খাচ্ছি আর বিলালের রিযিক জান্নাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হে বিলাল! তুমি কি জান, যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে কিছু খাওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হাড়গুলো তাসবীহ্ পড়তে থাকে, আর ফিরিশতারাও তার জন্য দোআ করতে থাকে।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৯৭, হাদিস নং-৩৫৮৬)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এতে জানা গেল, যদি খাবার খাওয়ার সময় কেউ এসে পরে, তাকে খাওয়ার জন্য ডাকা সুন্নত, তবে যেন মন থেকে ডাকা হয়, মিথ্যা–বিনয় যেন না হয়, আর আগত ব্যক্তিও যেন এরূপ মিথ্যা না বলে যে, আমার খাওয়ার ইচ্ছা নেই। বরং যদি খেতে না চান, তবে বলে দিন: **আল্লাহ তাআলা** বরকত দিন। এটাও জানা গেল, **নবী করীম, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে নিজের ইবাদত লুকানো উচিত নয়, বরং যেন প্রকাশ করে দেয়া হয়, যাতে **রহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটার সাক্ষী হয়ে যায়। এটা রিয়া নয়। হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর রোযার কথা শুনে, যা কিছু বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা এটা অর্থাৎ আজকের রুযী আমরাতো এখানে খেয়ে নিচ্ছি, আর হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সেটার বিনিময় জান্নাতে খাবেন। ঐ বিনিময় এ থেকে উত্তম হবে, আর হাদিসে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক স্পষ্ট অর্থে রয়েছে। সত্যিই যে সময় রোযাদারের প্রতিটি হাড় ও প্রতিটি জোড়া তাসবীহ্ করে, যা রোযাদার জানেনা, কিন্তু **ছরকারে মদীনা, নবী করীম, রউফুর রহীম, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **শুনেন**। (মিরাত, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-২০২)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদিও পূর্বে পাঠ করে থাকেন তবুও উভয় রিসালা (১) **"কাফন ফেরত"** রজবের বাহার সম্বলিত ও (২) **"প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর মাস"** নামক রিসালা পাঠ করে নিন। এ ছাড়া প্রতি বছর শাবানুল মুযআয্যমে ফয়যানে সুন্নতের প্রথম খন্ডের অধ্যায় ফয়যানে রমযানও অবশ্যই পড়ে নিন। যদি সম্ভব হয় তবে **ঈদে মিরাজুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক অনুসারে ১২৭ বা ২৭টি রিসালা অথবা সামর্থ অনুযায়ী **ফয়যানে রমযান**ও বন্টন করুন এবং অনেক অনেক সাওয়াব অর্জন করুন।

সাধারণভাবে সকল ইসলামী ভাই ও বিশেষভাবে জামিয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনা সমূহের ক্বারী সাহেব বৃন্দ, শিক্ষকমন্ডলী, নাযিমবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যথাভরা হৃদয়ে মাদানী অনুরোধ করছি, দয়াকরে আমি জীবিত থাকা অবস্থায় ও আমার ইন্তিকালের পরেও বেশী বেশী যাকাত, ফিতরা, কুরবানীর চামড়া ও অন্যান্য দান ছদকা সংগ্রহ ও জমা করতে থাকুন। ইসলামী বোনেরা অন্যান্য ইসলামী বোনদেরকে ও মুহরিমদের (অর্থাৎ- যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ) উৎসাহ দিন। **আল্লাহ**র কসম! আমি ঐ সমস্ত শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে শুনে খুবই খুশী হই, যারা নিজেদের গ্রামে বা শহরে যাওয়ার ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে রমযানুল মোবারকে জামিআতুল মদীনাতে কাটান এবং নিজ মজলিশের জাদোয়াল (পথ নির্দেশিকা) অনুযায়ী চাঁদার বস্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ কোন অপারগতা ছাড়া শুধু অলসতা ও উদাসীনতা করে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তাদের জন্য আমার মন কাদে।

বিশেষ মাদানী ফুল: যে ইসলামী ভাই বা ইসলামী বোন চাঁদা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, তাদের চাঁদার ব্যাপারে জরুরী আহকাম জানা ফরয। প্রত্যেকের খেদমতে আকুল আবেদন যে, যদি অধ্যায়ন করে থাকেন তারপরও **দাওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১০৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"চাঁদার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর"** এর পুনরায় অধ্যায়ন করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হে আল্লাহ! যে সব আশিকানে রসুল রমযানুল মুবারকে চাঁদা ও কুরবানীর ঈদে চামড়ার জন্য কষ্ট করে আমার মন খুশি করেন, তুমি তাদের উপর চিরস্থায়ী ভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং তাদের ছদকায় আমি পাপী গুনাহ্গার, গুনাহ্গারদের সর্দারের উপরও চিরদিনের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও। **হে আল্লাহ!** যে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন (অপারগতা না থাকা অবস্থায়) প্রতি বছর তিনমাস রোযা রাখা ও প্রতি বছর জুমাদিউল আখিরে **"কাফন ফেরত"** রিসালা ও রজবুল মুরজ্জবে **"প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর মাস"** ও শাবানুল মুআয্যমে **"ফয়যানে রমযান"** (সম্পূর্ণ) পাঠ করে বা শুনে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, তাকে ও আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সমূহ দান করুন এবং আমাদেরকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউসে **তোমার মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী করে রাখুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জশনে মিরাজুন্নবী ﷺ

দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে **রজবুল মুরজ্জবের** ২৭এর রাতে (২৬ তারিখ দিবাগত রাত) **জশনে মিরাজুন্নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপলক্ষে অনুষ্ঠিতব্য ইজতিমায়ে যিক্র ও নাতের সকল ইসলামী ভাইয়েরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া ২৭রজব শরীফের রোযা রেখে ৬০ মাসের রোযা রাখার সাওয়াবের অধিকারী হোন।

রজব কি বাহারো কা ছদ্কা বানাদে,
হামে আশিকে মুস্তাফা ﷺ ইয়া ইলাহী!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

চোখের নিরাপত্তার জন্য মাদানীফুল

পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের পর ডান হাত কপালের উপর রেখে يَا نُوْرُ ১১বার এক নিঃশ্বাসে পাঠ করুন এবং উভয় হাতের সব আঙ্গুলে ফুঁক দিয়ে চোখের উপর বুলিয়ে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অন্ধত্ব, দৃষ্টি ক্ষীণতা ও চোখের সকল রোগ থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হবে। **আল্লাহ তাআলার** রহমতে অন্ধত্ব দূর হয়ে যেতে পারে।

মাদানী অনুরোধ: এ চিঠি প্রতি বছর জুমাদিউল আখিরের শেষ বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমা, জামিআতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা সমূহে পাঠ করে শুনিয়ে দিন।

(ইসলামী বোনেরা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে নিন।)

والسَّلامُ مَع الاكرام

উন্নত দাঁতের মাজন

পরিমাণ মত খাবার-সোডা সে পরিমাণ লবণ মিশিয়ে বোতলে নিন। উন্নত দাঁতের মাজন তৈরি হয়ে গেল। দৈনিক কম পক্ষে দুই বার তা দিয়ে দাঁত মাজবেন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাথে সাথেই দাঁতের ময়লাগুলো সাফ হয়ে যেতে দেখবেন। যদি মুখে কিংবা মাড়িতে কোন রকম ইনফেকশন ইত্যাদি অনুভব করেন তাহলে পরিমাণ কম করে দেবেন। তাতেও যদি কষ্ট অনুভূত হয় তবে দাঁত পরিষ্কার করার অন্য কোন উপায় খুঁজবেন। যে কোন অবস্থাতেই দাঁত পরিষ্কার থাকতে হবে।

মাদানী উপহার : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বলতেই সুন্নত এবং শরীয়ত তা-ই পছন্দ করে।

বদ বো না দাহান মে হো, দাঁতো কি ছফাঈ হো
মেহ্কার দরূদো কি মুহ্ মে তেরে ভাঈ হো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।
(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুর'আন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার **ফয়যানে মদীনা** জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে **মাদানী কাফেলা** সমূহে সুন্নত প্রশিক্ষনের জন্য সফর এবং প্রতিদিন **ফিক্‌রে মদীনা** করার মাধ্যমে **মাদানী ইন'আমাতে**র রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِن شَآءَ اَللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِن شَآءَ اَللّٰه عَزَّوَجَلَّ

নিজের সংশোধনের জন্য **মাদানী ইন'আমাতে**র উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِن شَآءَ اَللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২,০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬
E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net
Web : www.dawateislami.net

www.AmarIslam.com